মেহেরপুরে একদিনে করোনায় ছয় জনের মৃত্যু (আপডেট)

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একদিনে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। ছয় জনই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
রবিবার ভোরে জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫), সকাল ১০টার দিকে ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা এলাকার রোকনের স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫), এবং দুপুর ২টার দিকে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের জহুরা খাতুন (৯০) মারা যান। একই দিন বিকেলে সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মোহন আলী (৬০) ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের আব্দুল গফুর (৭০), মারা যান। এ নিয়ে জেলাতে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৬ জনে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, এই প্রথম একদিনে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় জন মারা গেলেন। অধিকাংশ রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালে অক্সিজেনের কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু সচেতনতার অভাবে শেষ সময়ে রোগীদের ভর্তি করাচ্ছেন। যাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৩০ থেকে ৪০ নেমে গেছে। ফলে চিকিৎসকদের করণীয় কিছুই থাকছে না।

আজ ননী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মেহেরপুরের প্রবীণ ভাষা সৈনিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ত্ব ও মেহেরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ননী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ।
গত বছরের এই দিন বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ শহরের হোটেলবাজারস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রয়াত ননী গোপাল ভট্টাচার্যের ছেলে অঞ্চল ভট্টাচার্য জানান, করোনা মহামারির কারণে মৃত্যুবার্ষিকী কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হলো না। তিনি সকলের কাছে তার বাবার জন্য প্রার্থনা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে করোনায় প্রাণ গেল আরও ৩ জনের

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুইজনের ও সকাল ১০ টার দিকে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫) ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার রোকন এর স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫)। এ নিয়ে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৩ জনে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মকলেছুর রহমান। এছাড়াও তিনি জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং হলুদ জোনে (করোনা উপসর্গ) আরও ১৬ জন চিকিৎসাধীন আছে।

গাংনীতে মুক্তিপণ না পেয়ে শিশু হত্যা, দু’জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামে মুক্তিপণের দাবিতে আবির হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল

সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামের মাঠের একটি ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার করে।

নিহত শিশু আবির হোসেন পার্শ্ববর্তী আলমডাঙ্গা উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামের প্রবাসী আসাদুল হকের ছেলে। তার বাবা বিদেশ থাকার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই মিনাপাড়া গ্রামে তার নানা রেজাউল হকের বাড়িতে মায়ের সাথে থাকে। আবির হোসেন স্থানীয় মিনাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে আবির নিখোঁজ হয়। বিকেল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত কোথাও আবিরের খোঁজ না পেয়ে পরিবারে হতাশা নেমে আসে। একপর্যায়ে গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানায় যে,আবিরকে স্কুল ফিল্ড থেকে নূহু মেম্বরের ছেলে ও অন্যজন মোটর সাইকেল করে বিকেলে নিয়ে যেতে দেখেছে।এরই সূত্র ধরে সন্দেহভাজন দৃর্বৃত্তদের জিজ্ঞাসাবাদের এপর্যায়ে নিখোঁজের কারন জানতে পাওয়া যায়।

পরে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, গাংনী থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশের সদস্যরা নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দেয়। দোষীদের বর্ণনা মতে মিনাপাড়া গ্রামের মাঠের ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের লাশ উদ্ধার করা হয়।একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায় তার নানা রেজাউল হক ও মা রোজিনা খাতুন। এ ঘটনায় মিনাপাড়া গ্রামের নুহু মেম্বরের ছেলে হামিম হোসেন ওরফে নূর (১৫) ও একই গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে মুজাহিদকে(১৫) আটক করা হয়েছে।এরা দুজনই স্থানীয় মিকুশিস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এরা বখাটে এবং মাদকাসক্ত ।এদের বিরুদ্ধে ছাত্রী উত্ত্যক্ত করা চুরি এবং নানা অপকর্মে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে আবিরের ছোট নানা জহুরুল ইসলাম জানায়,শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই আবিরের মোবাইল ফোন থেকে একটি অপহরণকারীদল তার মা ও বাবার মোবাইল নাম্বারে কল করে ১ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তারা মুক্তিপন পেতে প্রবাসী আসাদুলের সাথে অগোছালো ভাবে মোবাইল ফোনে হিন্দা ভাষায় কথা বলে। যেটা ফোনের কল রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে। মুক্তিপণ দিয়ে হলেও ছেলেকে ফেরত পেতে আকুল মিনতি জানান আবিরের বাবা আসাদুল ইসলাম ও মা রোজিনা খাতুন। তবে শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণ না পেয়ে শ্বাসরোধে আবিরকে হত্যা করে ধৈঞ্চা ক্ষেতে মরদেহ ফেলে দেয় অপহরণকারীরা পরে গাংনী থানা পুলিশ আবিরের লাশ রাতেই উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানানআমি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করা হয়েছে।লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে হার্ট অ্যার্টাকে এক এসআই এর মৃত্যু

মেহেরপুরের সম্প্রতি যোগদানকৃত আবুল বাশার নামের এক এসআই হার্ট অ্যার্টাকে মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল বাশার খুলনার তেরোখাদার লাল মোহাম্মদ খানের ছেলে। আবুল বাশার চলতি মাসের ২ তারিখে বাগেরহাট থেকে মেহেরপুরে লাইন ওয়ার হিসাবে যোগদান করেন।

জানা গেছে শনিবার বিকেলের দিকে আবুল বাশারের হার্ট অ্যাটাক করে। দ্রুত তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম জানান রাত ১১ টায় পুলিশ লাইনে জানাজা শেষে তার পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। আবুল বাশারের স্ত্রী, চার সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে।

মেহেরপুরে ক্ষুদে ফুটবলারদের

মাঝে ফুটবল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম এর উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরের দিকে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম উপস্থিত থেকে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদে ফুটবলারদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন।

এ সময় সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৯ জন, গাংনীতে ২১ জন এবং মুজিবনগরে ১৪ জন।

শনিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১০৫টি। তার মধ্যে ৪৪জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪০৪ জন। তার মধ্যে সদরে ১৪৯ জন, গাংনীতে ১৫৮ জন এবং মুজিবনগরে ৯৭ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪০ জন। সদর-১৩, গাংনী-১৮ এবং মুজিবনগর-৯ জন।

তিনি বলেন মেহেরপুরে লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার কারণেই দিনে দিনে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মেহেরপুর আনসার ও ভিডিপির সদস্যদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি সকল সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রী, প্লাটুন কমান্ডারদের মাঝে বাইসাইকেল, ছাতা ও সান্তনা পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার বেলা এগারোটার দিকে জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনসার সদস্যদের হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন জেলা আনসার ও ভিডিপি জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ রাকিবুল ইসলাম।

এসময় জেলা কমান্ড্যান্ট রাকিবুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার যতটি স্তর রয়েছে প্রত্যক জায়গা থেকে বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর ভুমিকা ছিল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৭১ সালে যখন স্বাধীনতার শুরু সেই সময় আনসার বাহিনীর প্রশিক্ষন চলমান ছিল সারা দেশে। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেছে তখন আনসার বাহিনী চিন্তা করেছে এই অস্ত্র পাক-বাহিনীর হাতে দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, সেই সময় ৪২ হাজার থ্রি নট-থ্রি অস্ত্র যুদ্ধের জন্য চলে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। তৎকালিন সময়ে যেহেতু আনসার সদস্যরা প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ছিল সেই জন্য তারা মুক্তি বাহিনীদের প্রশিক্ষনে সহয়তা প্রদান করেন। দেশকে এগিয়ে নিতে আনসার বাহিনীর ভুমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।

সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ইসরাফিল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ম্যানেজার মামুনুর রহমান প্রমূখ।
এসময় ৭ জন ইউনিয়ন দলনেতা, প্লাটুন কমান্ডার, ইউনিয়ন দলনেত্রী, দুজন সদস্যকে ছাতা ও ৪০ জন আনসার সদস্যদের সান্তনা পুরস্কার

দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে লক ডাউনের তৃতীয়দিনেও থেমে নেই চলাচল

দিন যতই যাচ্ছে, ততই বেড়ে চলেছে জনসাধারনের চলাচল।অযাথা বাইরে ঘোরাফেরা করছে অনেকেই। এছাড়া থেমে নেই পাখিভ্যান,অটোরিক্সা। মুজিবনগরে লক ডাউনের তৃতীয় দিন আজ। যেখানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নিশেধাঙ্গার ভিতরে অটো, পাখি ভ্যান চলাচল একদম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে সেই নিষেধাঙ্গা অমান্য করে চালিয়ে যাচ্ছে যাত্রী বহনকারী গাড়ি।

শনিবার দুপুর বারোটার দিকে কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে অটো ও পাখি ভ্যান দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। জনসাধারন অযাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক। অধিকাংশ মানুষের মুখে নেই মাস্ক। মেহেরপুর জেলায় খুব দ্রুত আকারে করোনা সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৫ দিনের কোঠর লকডাউন আরোপ করেছে জেলা প্রশাসন। বিঙ্গপ্তিতে উল্যেখ করা হয়েছে,লকডাউন চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র জরুরী কাজে ব্যবহৃত ওষুধের দোকান ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা যাবে।

এছাড়া হোটেল রেস্তোরা সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, কাঁচাবাজার সীমিত সময়ের জন্য খোলা রাখা যাবে। এছাড়া পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সকল ধরণের চায়ের দোকান, ইজিবাইক চলাচল, পাখি ভ্যান চলাচল । মোটরসাইকেলে শুধুমাত্র চালক একা চলাচল করতে পারবে। রিক্সাতে জরুরী প্রয়োজেনে এক জন যাত্রী চলাচল করতে পারবে। গত মঙ্গলবার বিকালে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির কমিটির এক জরুরী (জুম) সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

সোহেল রানার অসহায় জীবনযাপন; বিত্তবানদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সদর ইউনিয়নের রাগামারা এলাকার মোঃ সোহেল রানা স্কয়ারে এমব্রয়ডারি সেকশনে চাকরি করতেন।গত ৪ নভেম্বর ২০১০ সালে কোম্পানির স্টাফ গাড়িতে সরড় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

অবস্থা অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। এখানে পরীক্ষা করে দেখে যায়, তিন নাম্বার পাইনালস্কট মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। পরে অপারেশন কনে দুই সপ্তাহ পর সাভার সি আর পি থেরাপির জন্য পাঠানো হয়। সেখানে প্রায় দুই মাস চিকিৎসা নেয় সাবেক গার্মেন্টস কর্মী সোহেল রানা। চিকিৎসার পর হুইল চেয়ার দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় সোহেল রানাকে।

সি আর পিতে শারীরিক কোন উন্নতি না হওয়ায় ডাক্তার জানান সম্পূর্ণ সুস্থতা অনিশ্চিত। সোহেল রানার প্রতি মাসে ঔষধ বাবদ আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার প্রয়োজন পড়ে।

সোহলে রানা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আজ দশ বছর হুইল চেয়ারের সাহায্যে জীবন যাপন করছেন। দূর্ঘটনার পর অর্থের অভাবে সঠিক চিকিৎসা করতে না পারায় হাত-পা সহ কোমড়ের নীচের অংশ অবস হয়ে পরে। এখন খাওয়া দাওয়া সহ প্রস্রাব পায়খানা অন্যের সাহায্যে করতে হয়।

বর্তমান অবস্থায় সংসার জীবনে সোহেল রানার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে অর্থাভাবে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এক দিকে নিজের খরচ অন্যদিকে ছেলে মেয়ে লেখা পড়ার খরচ। অভাব অনটনের সংসার। সোহেল রানার সংসারে উপার্জন করার মত কেউ নেই।

আসুন একজন মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ায় মানবতার সেবায়।

আপনারা সোহেলকে আর্থিক সহযোগিতা করতে চাইলে উল্লেখিত নাম্বারে যোগাযোগ করুন-
বিকাশ ০১৭৫১ ১৯৯৩৪৭